আয়করের সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশের আয়কর আইনের ইতিবৃত্ত আলোচনা কর। ১৯৮৪ ইং সনের আয়কর অধ্যাদেশে কতটি ধারা, অধ্যায় ও তফসিল ছিল? Definition of [income tax. Discuss the history of Bangladesh Income Tax Law. How many section, part and schedule of Income Tax Ordinance, 1984?]

(ক) আয়কর : আইনের ভিত্তিতে আয়ের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় করকে আয়কর বলে। বর্তমানে ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশ বলে আয়কর ধার্য ও সংগ্রহ করা হয়। এই অধ্যাদেশ ছাড়াও আয়কর বিধিমালা, অর্থ আইন, রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন মামলায় হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্তও এই আইনের আওতাভুক্ত। বিভিন্ন মামলার সিদ্ধান্তসমূহ থেকে বলা যায় যে, আয়কর করদাতার আয়ের সমষ্টির উপর নির্ধারিত একটি একক কর। করদাতার মোট করযোগ্য আয়ের উপর নির্ধারিত হারে যে কর আদায় করা হয় তাকেই আয়কর বলা হয়। ইহা একটি প্রত্যক্ষ কর।

বাংলাদেশে আয়কর আইনের ইতিবৃত্ত একটি দীর্ঘ ও বিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গঠিত হয়েছে। যেখানে অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ পর্যন্ত বিবেচনাপূর্বক আয়কর আইনের ইতিহাস পরিবর্তন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদত্ত হলো, যথা:

• বাংলাদেশে আয়কর আইনের ইতিবৃত্ত [Historical Evolution of Income Tax Law in Bangladesh]:

'একটি দেশ যত শিল্পোন্নত হয় আয়করের উপর তত বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত"-আমি উক্ত কথার সাথে একমত পোষণ করছি। 'আয়কর একটি দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম, বিশেষ করে যখন দেশটি শিল্পোন্নত হওয়ার দিকে এগুতে থাকে. যা-ই হোক আয়কর আইনের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে নিম্নে আলোচিত হলো, যথা:

১. সূচনা (ব্রিটিশ শাসনামল (১৮৬০)]

ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৬০ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী James Wilson ভারতীয় উপমহাদেশে সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) পরবর্তী আর্থিক ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে আয়কর আইন প্রথম প্রণীত হয় । যা ছিল অস্থায়ী এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রণীত ।

২. ভারতীয় আয়কর আইন, ১৯২২:

স্থায়ী ভিত্তিতে কর আরোপের জন্য ১৯২২ সালে "Indian Income Tax Act" কার্যকর হয় । যা ছিল আয়কর ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি এবং বহু বছর ধরে কার্যকর ছিল । বাংলাদেশে এই আইনের ধারা ও কাঠামো স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় পর্যন্ত অনুসরণ করা হয়েছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্ব (১৯৭১-১৯৮৪): স্বাধীন বাংলাদেশে দীর্ঘ সময় ধরে ১৯২২ সালের আইন অনুসরণ করা হলেও তা যুগোপযোগী ছিল না । সেজন্য ১৯৮৪ সালে "আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪" ১৯৮৪ সালে জারি করা হয়। যা ১ জুলাই, ১৯৮৪ থেকে কার্যকর হয়।

এটি একটি আধুনিক ও পূর্ণাঙ্গ আয়কর আইন মর্মে গণ্য হয়, যার মধ্যে ব্যক্তি, কোম্পানি, অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠান, এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের উপর কর নির্ধারণ, কর আদায়, কর রিটার্ন প্রদান, এবং শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল।

খ. অর্থ আইন-এর ধারাবাহিকতা: বাংলাদেশে আয়কর আইনে অর্থ আইন কর্তৃক প্রতি বছর পরিবর্তন আনা হয়। প্রতিটি অর্থ বছরে (১ জুলাই থেকে শুরু) সংসদে বাজেট পেশকালে অর্থমন্ত্রী উক্ত আইন উপস্থাপন করেন। প্রতিবছরের অর্থ আইন কর্তৃক আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪- এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন, সংযোজন, অথবা বাতিল করা হয়।

আয়কর ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল রূপান্তর: ১. ই-ফাইলিং ও ই-পেমেন্ট চালু:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (ঘইজ) করদাতাদের জন্য ই-রিটার্ন দাখিল ও ই-পেমেন্ট চালু করেছে। কর শনাক্তকরণ নম্বর (TIN) বর্তমানে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পাওয়া যায় (e-TIN) । ২. রাজস্ব আদায়ে অটোমেশন: আয়কর ফাইলিং, কর নির্ধারণ, অডিটিং প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে
ডিজিটাল হচ্ছে।
অর্থ আইন, ২০২৫ এর উল্লেখযোগ্য বিষয়াবলী:
| ২০২৫ অর্থবছরের বাজেট ও অর্থ আইন অনুযায়ী আয়কর আইন ও ব্যবস্থায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিবর্তন আনা হয়েছে, যথা:
১. করমুক্ত আয়সীমা:
ব্যক্তি শ্রেণির জন্য করমুক্ত আয়সীমা ৩,৫০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩,৭৫,০০০ টাকা
করা হয়েছে।
সিনিয়র সিটিজেন (৬৫ বছর বা তার বেশি বয়স) ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সীমা বাড়ানো হয়েছে ৪,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ।
২. নতুন কর হার ও স্ল্যাব:
অর্থ আইন, ২০২৩ এ বর্ণিত করহারের তফসিল-২ অনুযায়ী প্রত্যেক স্বাভাবিক ব্যক্তি বাংলাদেশী নন এরূপ বাংলাদেশে অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত), হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের মোট আয়ের উপর আয়করের হার নিম্নরূপ:
করহার
ক) প্রথম ৩,৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর শূন্য
(খ) পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ১০%
গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর 30%
ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ২০%
(ঙ) পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ২৫%
চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর ৩০%
১২২ সালের অধ্যাদেশ,
কোম্পানি, কর আদায়,
প্রতি বছর
পেশকালে
তাছাড়া, তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা, মহিলা করদাতা, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) করদাতা এবং গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত সীমা নিম্নরূপ :
ক. মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার ক্ষেত্রে ৪,২৫,০০০ টাকা, খ. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে ৫,০০,০০০ টাকা গ. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং গেজেটভুক্ত জুলাই গণঅভ্যুত্থান, ২০২৪ এ আহত টাকা । জুলাই যোদ্ধা' করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৫,২৫,০০০
ঘ. কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ টাকা অধিক হবে, তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোনো একজন এ সুবিধা পাবেন।

প্রশ্ন-২। (ক) আয়করের সংজ্ঞা লিখ।

আয়বর্ষ ও করবর্ষ বলতে কী বুঝ? আয়বর্ষ ও করবর্ষের গতানুগতিক পার্থক্য আলোচনা কর। আয়বর্ষের তাৎপর্য আলোকপাত কর ? What is the mean income tax authority? Discuss the power and function of income

tax authority. How many members of Appellate Tribunal and the name of largest post familiar?

আয় বছর ও কর নির্ধারণী বছরের সংজ্ঞা দাও এবং কর নির্ধারণে তাদের প্রভাব আলোচনা কর। [জা. বি. ২০১৫] ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৪ সালে আয়-বছর শেষ হলে এর কর নির্ধারণী বছর কি হবে? আয় বছরের আয়ের উপর কর নির্ধারণী বছরে কর নির্ধারণ করা হয়—এই সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম আছে কি? [জা. বি. ২০১৩, ১৯৯৮, '৯৬] [Define "Income year" and "assessment year" and bring out their significance in income-tax. What will be assessment year of the income year that ends on 31st December, 1994 ? Is there any exception to the general rule that income of the income year is assessed to tax in the assessment year?]

উত্তর : আয়বর্ষ : ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশের ২(৩৫) ধারায় আয়বর্ষকে কর নির্ধারণী বর্ষের ঠিক পূর্ববর্তী আর্থিক বছরে বুঝানো হয়েছে। তাই আয়বর্ষ বলতে বুঝায় নিম্নরূপ :

(১) কর নির্ধারণী, বর্ষের ঠিক পূর্ববর্তী আর্থিক বর্ষ অর্থাৎ যে বর্ষে আয়কর নির্ধারণ করা হবে সে বর্ষের ঠিক পূর্বের আর্থিক বছর। তাই কর নির্ধারণী বছর যদি ১লা জুলাই, ১৯৯৫ হতে ৩০শে জুন, ১৯৯৬ হয় তবে তার আয় বছর ১লা জুলাই, ১৯৯৪ হতে ৩০শে জুন, ১৯৯৫।

(২) ৩০শে জুন ব্যতীত অন্য যে কোনো তারিখে সমাপ্ত বছরের ক্ষেত্রে ১২ মাসের অন্তবর্তী যে কোনো তারিখে সমাপ্ত বছরে ক্ষেত্রে যদি কোনো করদাতা তার হিসাব তৈরি করে তবে তার হিসাবকালকে আয় বছর হিসাবে ধরা যাবে। তাই ১লা এপ্রিল, ১৯৯২ হতে ৩১ শে মার্চ ১৯৯৩ পর্যন্ত চলমান ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ১৯৯২- ৯৩ হবে তার আয় বছর।

(৩) নতুন কারবার, পেশা বা বৃত্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দিবস হতে পরবর্তী ৩০শে জুন সময়কালকে আয় বছর ধরা যায়।

কর নির্ধারণী বর্ষের পূর্ববর্তী বর্ষকে আয়বর্ষ ধরার নিয়েমের কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন—

(ক) যদি কোনো করদাতা আয় অর্জন বর্ষে চিরদিনের জন্য বাংলাদেশ ত্যাগ করে যাবার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে ঐ বছরই আয়বর্ষ ও করনির্ধারণী বর্ষ হবে।

(খ) যদি কোনো কারবার বা পেশা আয় অর্জন বর্ষে বন্ধ করে দেয়া হয় সেক্ষেত্রে আয়বর্ষেই কর নির্ধারণ করা হবে।

করবর্ষ :

আয়কর অধ্যাদেশের ২(৯) ধারায় কর নির্ধারণী বর্ষ -বা করবর্ষের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, করবর্ষ বলতে আয়বর্ষের পরবর্তী ১২ মাস সময়কাল বুঝায় যা প্রতি বছর ১লা জুলাই হতে আরম্ভ হবে। প্রকৃতপক্ষে যে আর্থিক বর্ষে কর ধার্য করা হয় সে আর্থিক বর্ষকে করবর্ষ বলে। এছাড়া এ অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী অন্য কোনো সময়কালকেও করবর্ষ ধরা যায়। করবর্ষের করহার অনুযায়ী আয়বর্ষের আয়ের উপর কর ধার্য করা হয় বলে প্রদেয় করের উপর কর বর্ষের প্রভাব রয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৪ সালে আয় বছর শেষ হলে কর নির্ধারণী বছর হবে ১৯৯৫-৯৬, কেননা আয় বছরের পরবর্তী বছর কর নির্ধারণী বছর হয় এবং তা জুলাই হতে পরবর্তী বছরের জুন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আয় বছরের আয়ের উপর কর নির্ধারণী বছরে কর নির্ধারণ করা হয়। এ সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম নিম্নরূপ :

(১) যদি কোনো করদাতার আয়-অর্জন বছরে চিরদিনের জন্য বাংলাদেশ ত্যাগ করে যাবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আয় অর্জন বছরই আয়বর্ষ ও কর নির্ধারণী বর্ষ হবে।

(২) যদি কোনো কারবার বা পেশা আয় অর্জন বছরে বন্ধ করে দেয়া হয় সেক্ষেত্রে আয়বর্ষেই নির্ধারণ করা হবে।

উল্লেখ্য যে, করদাতা তার আয় বছরকে তার বাণিজ্যিক বছরের সাথে একীভূত করে ধরতে পারে। * এরূপ পরিস্থিতিতে তার হিসাব বছর কর নির্ধারণী পূর্বের আর্থিক বছরের পরে শেষ হতে পারে। যেমন, বাণিজ্যিক বছর ১৫ই জুলাই শুরু হয়ে পরবর্তী বছরের * ১৪ই জুলাই শেষ হতে পারে। এক্ষেত্রে তার কর নির্ধারণী বছর এক বছর পিছিয়ে যেতে পারে। এরূপ অসুবিধা দূর করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ম করেছেন যে, ডেপুটি কমিশনার অব ট্যাক্সেস ১২ মাসের কম সময় বাণিজ্যিক বছরকে আয় বছর ধরতে পারেন। তবে এ সময়কাল ১৩ মাসের বেশি বা ১১ মাসের কম হবে না।

প্রশ্ন-৬০। আয়কর কর্তৃপক্ষ কারা? তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর।

[জা. বি. ২০১৭, ২০১১, '১০; রা. বি. ১৯৮৮, '৮৭, '৮৪] [Who are Income-tax Authorities. Discuss their powers and functions.]

উত্তর : আয়কর কর্তৃপক্ষ আয়কর সংক্রান্ত আইনের বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়নের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে আয়কর কর্তৃপক্ষ বলা হয়।
কার্যাবলি অনুসারে আয়কর কর্তৃপক্ষকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—
(১) প্রশাসনিক (২) বিচার বিভাগীয় ।
১। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ : প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ আয়কর নির্ধারণ, আয়কর অঞ্চল সৃষ্টি ও পরিচালনা এবং অফিসের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন।
২। বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ : বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ করদাতাগণের কর সংক্রান্ত বিভিন্ন নালিশ, আপত্তি, আপিল, ইত্যাদি মামলার শুনানি ও নিষ্পত্তি করেন।
কোনো কোনো কর্তৃপক্ষ প্রধানত প্রশাসনিক হলেও তাদের বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব ও ক্ষমতা আছে
আয়কর অধ্যাদেশের ৩ ধারা অনুসারে আয়কর কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ :
প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ
১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (The National Board of Revenue)
২। পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ পরিচালকগণ (Directors of inspection and Training (Taxes)
৩। কর কমিশনারগণ (Commissioners of Taxes)
৪। যৌথ কর কমিশনার (Joint Commissioners Joint of Taxes) এঁরা অ্যাপিলেট যুগ্ম কর কমিশনার হতে পারেন (Appellate Commissioners of Taxes) অথবা পরিদর্শী যুগগ্ম কর কমিশনার (Inspecting Joint Commissioners of Taxes) হতে পারেন।
৫। ডেপুটি কর কমিশনার (Deputy Commiss- ioners of Taxes)
৬। কর আদায়কারী অফিসার (Tax Recovery officer)
৭। সহকারী কর কমিশনার (Assistant Commissiones of Taxes)
৮। অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার (Extra Assistant Commissioners of Taxes)
৯। কর পরিদর্শকগণ (Inspectors of Taxes)
বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ
১। কর কমিশনারগণ (Commissioners of Taxes)
২। অ্যাপিলেট যুগ্ম কর কমিশনার (Appellate Jonit Commissioners of taxes)
৩। ডেপুটি কর কমিশনার (Deputy Commi- ssioners of taxes) এবং সহকারী কর কমিশনার (Assistant Commissioners of taxes.) অতিরিক্তি সহকারী কর কমিশনার (Extra Assistant Commissioners of taxes) যাঁরা ডেপুটি কর কমিশনারের কার্যাবলি করে থাকেন।
৪। অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল (Appellate Tribunal)
(১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড : বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ইহা সর্বোচ্চ আয়কর কর্তৃপক্ষ। প্রয়োজন অনুসারে এই বোর্ড বিভিন্ন পদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারেন এবং তাঁদের প্রশাসনিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আয়কর আইনের আওতাধীন এই বোর্ড, বিধিসমূহ প্রণয়ন করতে পারেন এবং বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যা দিতে পারেন যদিও তা চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হতে পারে না। এছাড়া বোর্ডের ক্ষমতার মধ্যে নিম্নোক্তগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :
(১) বৈদেশিক
কোনো অসমিতিবদ্ধ সংঘকে কোম্পানি হিসেবে ঘোষণা করতে পারেন; (২) কোনো বাণিজ্যিক বছরকে আয় বছর বলে নির্ধারণ করতে পারেন;
(৩) করদাতা একাধিক এলাকা বা অঞ্চলের আওতায় আসলে তার কর নিরূপণের এলাকা নির্ধারণ করতে পারেন।
(২) পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ পরিচালকগণ পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ পরিচালকগণ সরাসরি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালন করেন। এদের প্রধান কাজ হচ্ছে পরিদর্শন পরিচালনা করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
কর ফাঁকি রোধের জন্য আয়কর অধ্যাদেশের ১১৬ ও ১১৭ ধারা অনুযায়ী তাঁরা প্রয়োজনবোধে করদাতার আয় সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে পারেন ও হিসাব পত্র দাখিল করার নির্দেশ দিতে পারেন। করদাতা হিসাব পত্র দাখিল করতে ব্যর্থ হলে সেগুলি তল্লাশি করে হস্তগত করার অধিকার এঁদের আছে ।

(৩) কর কমিশনার : কর কমিশনার তাঁর এলাকায় প্রধান প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা হিসেবে পরিদর্শী যুগ্ম কর কমিশনার ও ডেপুটি কর কমিশনারগণের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর এলাকায় আয়কর সম্পর্কিত কার্যাবলির জন্য তিনি দায়ী থাকেন। তিনি ডেপুটি কর কমিশনারের বা তাঁর অধীনস্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলি পুনঃ পরীক্ষা ও সংশোধন করতে পারেন। যদিও তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে তাঁর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু আয়কর আইনের ১২১ ধারায় তাঁকে বিচার বিবেচনার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণমুক্ত।
তিনি প্রয়োজনবোধে করদাতার আয় সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে পারবেন এবং হিসাব পত্র দাখিল করতে নির্দেশ দিতে পারবেন। করদাতা এ নির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হলে তিনি তল্লাশি করে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন।
(৪) অ্যাপিলেট যুগ্ম কর কমিশনার : অ্যাপিলেট যুগ্ম কর কমিশনার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন বটে তবে বিচার বিভাগীয় কার্যাবলি তিনি স্বীয় বিবেচনায় সম্পাদন করেন এবং এতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা নেই। ডেপুটি কর কমিশনারের কর নির্ধারণে সন্তুষ্ট না হলে করদাতাগণ অ্যাপিলেট যুগ্ম কর কমিশনারের নিকট মামলা করে থাকেন এবং এগুলির শুনানি নিষ্পত্তি করাই তাঁর প্রধান কর্তব্য।
(৫) পরিদর্শী যুগ্ম কর কমিশনার : পরিদর্শী যুগ্ম কর কমিশনার কমিশনারের নিয়ন্ত্রণাধীন। ডেপুটি কর কমিশনারের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করাই তাঁর প্রধান কাজ।
তাঁর এলাকায় কর ফাঁকির (Tax evasion) ব্যাপারে তিনি অনুসন্ধান করেন এবং এ সম্পর্কে ডেপুটি কর কমিশনারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি প্রদান করেন। যদিও তাঁর কার্য মূলত প্রশাসনিক তবুও ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণের আদেশ তিনি পুনঃ পরীক্ষা করতে পারেন এবং সংশোধন করতে পারেন। তাঁর অনুমোদন ব্যতীত ডেপুটি কমিশনারগণ কোনো জরিমানা ধার্য করতে পারেন না। তিনি প্রয়োজনবোধে করদাতাকে হিসাব পত্র দাখিল করতে নির্দেশ দিতে পারেন এবং এ নির্দেশ অমান্য করলে তিনি তল্লাশি চালায়ে খাতাপত্র পরীক্ষা করে সীল মোহর করে দিতে পারেন।
(৬) ডেপুটি কর কমিশনার : আয়কর আইনে ডেপুটি কর কমিশনারের অবস্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই আইনটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব মূলত তাঁর উপরই ন্যস্ত। তিনি প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় উভয় প্রকার দায়িত্ব পালন করেন এবং নিজ এলাকায় কর নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর সর্ব প্রকার কর্তৃত্ব আছে। তিনি প্রকৃতপক্ষে কর নির্ধারক। তিনি নোটিশ জারি করেন, সাক্ষ্য প্রমাণাদি পরীক্ষা করেন এবং কর নিরূপণ করেন। নিজস্ব বিচার বিবেচনা দ্বারা কর নির্ধারণ করার তাঁর যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। করদাতার ব্যবসায় স্থলে প্রবেশ করে তিনি খাতাপত্র পরীক্ষা করতে পারেন এবং সীল মোহর করতে পারেন। কিন্তু কমিশনারের অনুমোদন ব্যতীত ব্যাংকে করদাতার হিসাব পরীক্ষা করতে পারেন না।
(৭) কর আদায়কারী অফিসার : আয়কর অধ্যাদেশের ১৩৮ হতে ১৪৫ ধারায় কর আদায়কারী অফিসারদের কার্যাবলির বিবরণ দেয়া আছে। বকেয়া কর আদায়ের জন্য একজন কর আদায়কারী অফিসার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন :
(ক) খেলাপকারী করদাতা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা;
(খ) ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করা;
(গ) খেলাপকারী করদাতাকে গ্রেপ্তার ও কারাগারে আটক রাখা;
(ঘ) তাঁর সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য তত্বাবধায়ক নিয়োগ করা।
তত্বাবধায়ক নিয়োগের ব্যাপারে আয়কর আইনের ১২২ ধারা মতে একজন কর আদায়কারী অফিসারকে আদালতে বিচারকের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।
(৮) সহকারী কমিশনার, অতিরিক্ত সহকারী
কমিশনার এবং কর পরিদর্শক সহকারী কমিশনার 13 অতিরিক্ত সহকারী কমিশনারকে সাধারণত ডেপুটি কর কমিশনারের ক্ষমতা দেয়া হয় এবং তাঁরা কর নির্ধারণের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করেন।
কর পরিদর্শকগণ তাঁদের এলাকায় নতুন নতুন কর দাতার সন্ধান করেন। খেলাপকারী করদাতার কর আদায় করেন এবং করদাতার আয়ের নতুন কোনো উৎস থাকলে তা অনুসন্ধান করেন।
(৯) অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল সরকার ১০ জনের অনধিক সদস্য নিয়ে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন। এদের মধ্যে বিচার বিভাগীয় সদস্য ও হিসাব রক্ষণ সদস্যও থাকেন।
(ক) আয়কর অধ্যাদেশের ১২৮ বা ১৫৬ ধারায় অ্যাপিলেট যুগ্ম কমিশনার যে আদেশ দেন;
(খ) পরিদর্শী যুগ্ম কমিশনার আয়কর আইনের ১২০ ধারা অনুসারে পুনর্বিচারের ক্ষমতা প্রয়োগ করে
অথবা,যে আদেশ দেন; *

(গ) পরিদর্শী যুগ্ম কমিশনার ডেপুটি কর কমিশনারের ক্ষমতা প্রয়োগ করে ১০ ধারায় যে আদেশ দেন তার বিরুদ্ধে আপিল শুনানি করেন এই ট্রাইব্যুনাল। তথ্য তথ্য সংক্রান্ত সংক্রান্ত বিষয়ে এই ট্রাইব্যুনালের রায় চূড়ান্ত বলে গণ্য হয় তবে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টে আপিল করা যায়।

প্রশ্ন-৭০। উপ-কর কমিশনের ক্ষমতা কার্যাবলি বর্ণনা কর। কর কমিশনের রিভিশনাল ক্ষমতা বর্ণনা কর। [জা. বি. ২০২২, 2012/

[Describe the power and functions of Deputy Commissioner of taxes. Describe the Revisional power of Commissioner of taxes.]

উত্তর : উপ-কর কমিশনার আয়কর আইনে উপ-কর কমিশনারের অবস্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই আইনটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব তার উপরই ন্যস্ত। উপ-কর কমিশনার বলতে সহকারী কর কমিশনার, অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার ও কর আদায়কারী, কর্মকর্তা বুঝায়। তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নরূপ :-

(১) আয়কর অধ্যাদেশের ৭৫ ধারা অনুযায়ী আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময়-সীমা ২১ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারেন।

(২) কোনো করদাতা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হন এবং ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে ৩ মাস পর্যন্ত সময় বাড়াতে পারেন এবং পরিদর্শন যুগ্ম কমিশনারের অনুমোদন সাপেক্ষে এর অতিরিক্ত সময়ও বাড়াতে পারেন।

(৩) তিনি ক্রদাতার কর নির্ধারণ করে, তার পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি জানাতে পারেন (৩৫ ধারা)।

(৪) করদাতাকে সংশ্লিষ্ট হিসাবপত্র ও দলিলাদি দাখিল করতে এবং স্বয়ং তাকে উপস্থিত হবার জন্য নোটিশ দিতে পারেন।

(৫) কোনো করদাতার আয়বর্ষে মোট আয় ৭৫ (২-ডি) ধারায় বর্ণিত সীমারেখার মধ্যে হলে তিনি উক্ত করদাতার নিজের, স্ত্রী/স্বামীর, নাবালক এবং সন্তানাদি এব তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের উক্ত বছরের সম্পত্তি, দায়, ব্যয়সমূহ এবং হস্তান্তরিত সম্পত্তিসমূহের বিবরণী দাখিলের জন্য নোটিশ দিতে পারেন (ধারা-৮০)।

(৬) করদাতা দাখিলকৃত আয়ের বিবরণী, হিসাবপত্র এবং দলিলপত্রের উপর ভিত্তি করে তিনি সাময়িক কর নির্ধারণ করতে পারেন। উক্ত বিবরণী, হিসাবপত্র এবং দলিলপত্রে কোনো গাণিতিক ভুল দেখলে তিনি শুদ্ধ করতে পারেন।

(৭) কোনো করদাতা আয়কর আইন অনুসারে বিবরণী বা এর সমর্থনে প্রয়োজনীয় হিসাবপত্র ও দলিল দাখিল করতে না পারলে তিনি সর্বোত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণ করতে পারেন।

(৮) কোনো কারবার বা পেশার নিবৃত্তি বা অবলুপ্তি ঘটলে উক্ত কারবার বা পেশায় নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি ১৫দিনের মধ্যে এর সত্যতা স্বীকার করে উপ-কর কমিশনারকে জানাতে ব্যর্থ হলে তিনি উক্ত ব্যক্তি হতে অবলুপ্তির দিন পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ধার্যকৃত কর বরাবর জরিমানা আদায় করতে পারেন (ধারা-৮৯)।

(৯) উপ-কর কমিশনারের কাছে যদি প্রতীয়মান হয় যে ব্যক্তি শীঘ্রই চিরতরে বাংলাদেশ ত্যাগ করবে তখন তিনি ৮ দিনের নোটিশে উক্ত ব্যক্তির আয়বর্ষের মোট আয়ের বিবরণী দাবি করে তার কর ধার্য করতে পারেন ধারা ৯ (৩) ।

(১০) উপ কর কমিশনারের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে কোনো করদাতার কোনো আয় অকরধার্য রয়েছে বা অল্প পরিমাণ বা অতি অল্প হারে কর ধার্য হয়েছে তবে তিনি আয়কর আইনের ৭৭ ধারা মোতাবেক নোটিশ জারি করে উক্ত আয়ের উপর পুনরায় কর ধার্য করতে পারেন (ধারা ৯৩)।

(১১) বাংলাদেশের নাগরিক হোক বা না হোক চিরতরে বাংলাদেশ ত্যাগকারী বা সাময়িকভাবে বাংলাদেশ ত্যাগকারী ব্যক্তিকে তিনি আইনানুগ কর পরিশোধ সার্টিফিকেট বা কর অব্যাহতি সার্টিফিকেট প্রদান করতে পারেন (ধারা-১০৭)।

(১২) আয়কর অধ্যাদেশের ১১৩ ধারা অনুসারে তিনি কোনো অংশীদারি কারবার, অবিভক্ত হিন্দু পরিবার, কোনো ব্যক্তির পক্ষে কর্মরত অছি, প্রতিনিধি বা অভিভাবক, শেয়ার বাজারের দালাল, অথবা প্রতিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তির নিকট হতে লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তথ্য প্রদান করবার জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারেন।

(১৩) আয়কর অধ্যাদেশের ১১৪ ধারা অনুসারে কোম্পানির সদস্যদের তালিকা, ঋণদাতাদের তালিকা বা বন্ধকের তালিকা পরিদর্শন ও কপি সংগ্রহ করতে পারেন ।

(১৪) আয়কর অধ্যাদেশের ১১৬ ধারা অনুসারে তিনি করদায়যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান ও উক্ত ব্যক্তির কার্যস্থলে প্রবেশ করে তার হিসাবপত্র, দলিলপত্র ইতাদি অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

(১৫) কমিশনার পরিদর্শন যুগ্ম কর কমিশনার ও অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের ন্যায় উপ-কর কমিশনারও দেওয়ানি আদালতের মতো কোনো করদাতার সঠিক তথ্য উদঘাটনের বা অন্যান্য উক্ত করদাতাকে সাক্ষীদেরকে এজলাসে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন (ধারা ১২২।

(১৬) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও কমিশনারের মতো তিনিও তার অধীনস্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে কাজকর্ম বন্টন করে থাকেন এবং যে কোনো কাজ এক কর্মকর্তা হতে অন্য কর্মকর্তাকে স্থানান্তর করতে পারেন এবং একইভাবে কাজকর্মের কোনো মামলাও পরিচালনা করতে পারেন। [ধারা ৬ (৪)] ।
(১৭) কোনো করদাতা নির্দিষ্ট সময় ও বর্ধিত সময়ের মধ্যে আয়ের বিবরণী দাখিল করতে ব্যর্থ হলে, নিয়ম অনুযায়ী হিসাব-নিকাশ ও দলিলপত্রাদি সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হলে, ধার্যকৃত আয়কর পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, আয় গোপন করে রাখলে, কোনো জারিকৃত নোটিশের অবজ্ঞা করলে, আদায় কর দিতে ব্যর্থ হলে তিনি উক্ত করদাতার উপর জরিমানামূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন।
(১৮) কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার বা পূর্ববর্তী কোনো কর্মকর্তার ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকলে তিনি তা সংশোধন করতে পারেন।
(১৯) আয়কর অধ্যাদেশের ১৩৭ ধারা অনুসারে কোনো করদাতা যদি কর পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তিনি বকেয়াসহ জরিমানা আদায় করতে পারেন। তবে উক্ত জরিমানা বকেয়া করের অধিক হতে পারবে না ।
(২০) কোনো করদাতা আয়কর পরিশোধে ব্যর্থ হলে তিনি উক্ত বকেয়া কর উল্লেখ করে কর আদায়কারী অফিসারকে উক্ত কর আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পারেন (ধারা- ১৩৮)।
(২১) তিনি রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশে কোনো করদাতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারেন। (২২) তিনি কোনো করদাতার বকেয়া কর ১,০০০ টাকা পর্যন্ত মওকুফ করতে পারেন। কর কমিশনারের রিভিশনাল ক্ষমতা :
১৯২২ সালের আয়কর আইনের ৩৩(ক) ধারায় কর কমিশনারের পুনঃনিরীক্ষণ করার ক্ষমতা ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিধি বিধান বর্ণিত ছিল। ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর সে অধ্যাদেশের ১২১ ধারায় এ সম্পর্কে বিধি বিধান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে যে, কমিশনার স্ব-ইচ্ছায় বা করদাতার আবেদনক্রমে ডেপুটি কর কমিশনার বা অন্য কোনো অধীনস্ত কর্তৃপক্ষের লিখিত নির্দেশ পুনর্বিচার করে তা সংশোধন করতে পারেন।
কমিশনার স্বেচ্ছায় এ পদক্ষেপ নিতে হলে মূল্য নির্দেশের ইস্যু তারিখ হতে ১ বছরের মধ্যে নিতে হবে। তিনি তাঁর অধীনস্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হতে রেকর্ডপত্র তলব করে ও পর্যবেক্ষণ করে আদেশ প্রদান করতে পারেন। এ আদেশ করদাতার স্বার্থের প্রতিকূলে হবে না।
করদাতার আবেদনক্রমে করতে হলে মূল আদেশ প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে ২৮ টাকা ফি সহ আবেদন করা হলে তিনি তা পূর্ণ-বিচার করতে পারেন। যুক্তিসঙ্গত ও সন্তোষজনক কারণ থাকলে ৯০ দিন পরেও কারণ লিপিবদ্ধ করে কর কমিশনার আবেদন পত্র গ্রহণ করতে পারেন। ডেপুটি কর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করা হলে ধার্যকৃত করের যে অংশ সম্পর্কে করদাতার কোনো আপত্তি নেই সে অংশটুকু এবং অ্যাপিলেট যুগ্ম কর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করলে যে অংশ সম্পর্কে করদাতার আপত্তি নেই সে অংশটুকু আগেই পরিশোধ করতে হবে নতুবা আবেদন অগ্রাহ্য হবে।
আবেদন প্রাপ্তির পর কমিশনার সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র তলব করে পরীক্ষা করবেন এবং সে মোতাবেক রায় দিবেন। তবে করদাতার স্বার্থের পরিপন্থী কোনো রায় তিনি দিবেন না। পূর্ণ বিচারের আবেদন নিষ্পত্তির সময় সীমা হচ্ছে এক বছর। এ সময়ের মধ্যে কমিশনার কোনো সিদ্ধান্ত না দিলে তিনি আবেদন গ্রহণ করেছেন বলে ধরা যাবে। [১২১(৬) ধারা]
নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কর কমিশনার পূর্ণ বিচারের ক্ষমতা
প্রয়োগ করবেন না :
(ক) যে ক্ষেত্রে অ্যাপিলেট যুগ্ম কমিশনার অথবা অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের নিকট কমিশনারের অধীনস্ত কোনো কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে এবং ঐ আপিল নিষ্পত্তি করার সময় উত্তীর্ণ হয় নাই;
অথবা,
(খ) উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে অ্যাপিলেট যুগ্ম কমিশনারের নিকট আপিল মুলতবি রয়েছে বা, তা অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালে আপিল করার জন্য
রাখা হয়েছে,
অথবা,
(গ) এই আদেশ জারির পর ১ বছর সময় অতিক্রান্ত হয়েছে তবে যুক্তিসঙ্গত ও সন্তোষজনক কারণ থাকলে এ সময়কাল অতিক্রান্ত হলেও সে কারণগুলি লিপিবদ্ধ করে তিনি পুনঃণিরীক্ষা
করতে পারেন।